



আমিনাটা

ত্রৈমাসিক
কারাগারে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা

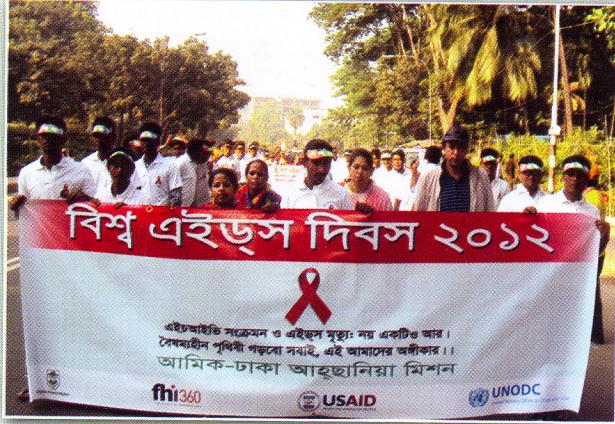
ঢাকা আহচানিয়া মিশন এবং খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা (কেএমএসএস) এর যৌথ আয়োজনে গত ৬ নভেম্বর ২০১২ জাতীয় পর্যায়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার বিষয়বস্তু ছিল ‘কারাগারে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে আমাদের সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ বাড়ানো’। ঢাকা আহচানিয়া মিশনের ধানমন্ডিহু অডিটরিয়ামে সারাদিন ব্যাপী এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কারাগারগুলোতে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে বাংলাদেশের সুশীল সমাজের একটি বিশদ উদ্দেশ্য সমাজের অঙ্গভূক্তিকরণ ছিল।



কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহম্মদ নাসিমুল হক রনি, সমষ্টিকারী খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা (কেএমএসএস) অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, জাহিদ ইকবাল প্রোগ্রাম অফিসার, ঢাকা আহচানিয়া মিশন (আমিক)। কর্মশালার সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহচানিয়া মিশন এর সেক্রেটারী প্রফেসর এম.এ. সোবহান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারা অধিদণ্ডের মহাপরিদর্শক বিগেডিয়ার জেনারেল (অঃ) আশরাফুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ইউএনএইডসের কান্ট্রি ডি঱েক্টর লিও কেনি, ইউএনওডিসি এইচআইভি/এইডস এক্সপার্ট কামরুল আহসান এবং ইউএনওডিসি রিজিওনাল এক্সপার্ট গুনার শেখার আর। এছাড়া কর্মশালায় জাতিসংঘের মাদক ও এইচআইভি বিষয়ক অংগ সংগঠন ইউএনওডিসিসহ মোট ২৩টি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব এইডস দিবস-২০১২ উদ্ঘাপন

গত ১ ও ২ ডিসেম্বর ২০১২ বিশ্ব এইডস দিবস উদ্ঘাপন করা হয়। এই দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল “এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যু: নয় একটিও আর। বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ব সবাই... এই আমাদের অঙ্গীকার।” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমিক মধুমিতা প্রকল্প, চানখারগুল সেন্টার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। উক্ত কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় এইডস কমিটি,



স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত র্যালিতে অংশগ্রহণ, সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং জাতীয় এইডস কংগ্রেস কর্তৃক আয়োজিত সেশনে অংশগ্রহণ।

এই কর্মসূচি উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আমিক-এর সহযোগিতায় মধুমিতা প্রকল্প একটি স্টেল স্থাপন করে। উক্ত স্টেলে আগত অতিথিদের মধ্যে মধুমিতা প্রকল্পের কায়ক্রমের পরিচিতি তুলে ধরা হয় এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক উপকরণ বিতরণ করা হয়। মধুমিতা প্রকল্পের কর্মীরা দিবসের প্রতিপাদ্য সম্বলিত টি-শার্ট পরে সমস্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

একই লক্ষ্যে আমিক মধুমিতা প্রকল্প, ময়মনসিংহ সেন্টারে বিশ্ব এইডস দিবস-২০১২ উদযাপন করা হয়। এই দিবস উপলক্ষে উক্ত জেলার সিভিল সার্জন এর আয়োজনে দিনব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচির মধ্যে ছিল, সকাল ৮ ঘটিকায় টাউন হল ময়দান থেকে শুরু করে সিভিল সার্জন অফিস পর্যন্ত র্যালী ও আলোচনা সভা। উক্ত র্যালী ও আলোচনা সভায় আমিক, ঢাকা আহচানিয়া মিশন মধুমিতা প্রকল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও রিকোভারী বন্ধুরা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী অতিথিদের মাঝে বিভিন্ন শিক্ষামূলক উপকরণ বিতরণ করা হয়। যা আগত অতিথিদের কাছে ব্যাপক সমাদৃত হয়। এছাড়া এই দিন বিকাল তিন ঘটিকায়



প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি ইন হাউজের ক্লায়েন্ট ও তাদের পরিবারের সাথে আলোচনা সভা করা হয় এবং ক্লায়েন্টদের জন্য উন্নত খাবারের আয়োজন করা হয়।

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

সম্পাদকীয়

বিশ্বে প্রতিবছর এইচ আই ভি/ এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮১ সালে প্রথম আমেরিকায় এইডস এর লক্ষণ যুক্ত রোগী সনাত্ত করা হয় এবং ১৯৮৪ সালে এই রোগটির নামকরণ করা হয় এইডস। এরপর সারা বিশ্বে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালে এটি বাংলাদেশে প্রথম ধরা পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৩৯০ জন। প্রতি বছর ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয় সারা বিশ্বে। বাংলাদেশেও দিবসটি পালন করা হয় একই ভাবে। এই পালনের মাধ্যমে জন সাধারণকে সচেতন করা হয়।

এই লক্ষ্যে এই বছর বাংলাদেশে এইডস কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো। যেখানে এইডস নিয়ে কাজ করে এমন বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি বিভিন্ন দেশ থেকে যারা এবং বিশেষজ্ঞরা একত্র হয়েছেন। ঢাকা আহচানিয়া মিশনও অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা আহচানিয়া মিশন, আমিক অনেক বছর ধরে মাদক, এইডস এবং ধূমপান বিষয়ে সচেতনতা নিয়ে কাজ করছে এবং প্রতিবছর এইডস দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। যেমন- র্যালি, লিপলেট বিতরণ, এইডস বিষয়ে তথ্যকেন্দ্র স্টল ইত্যাদি। বর্তমানে কারাগারের টাকফেদের মধ্যে এইডস বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে বিভিন্ন কার্যক্রম করছে ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিক। এইডস এর ঝুঁকিতে সবচেয়ে বেশি মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা কারণ যে চারটি কারণে এইডস হয়; তার মধ্যে একটি হচ্ছে একই সূই ও সিরিঙ্গ বার বার ব্যবহার করা। আর এই কাজটি সবচেয়ে শেষ করে মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা।

ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিক মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ২০০৪ সাল থেকে। এছাড়াও বর্তমানে এর একটি আউটরিচ এন্ড ড্রপইন সেন্টার রয়েছে। এ সেন্টারে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের কাউন্সিলিং সেবা দেয়া হয় এবং অসক্ত ব্যক্তিদের ফ্যামিলি নিয়ে ফ্যামিলি মিটিং করা হয়।

এছাড়া ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিক মানুষকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ধূমপানের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম করছে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন এলাকার সংসদ সদস্যদের সাথে এবং এলাকার সুশীল সমাজের মানুষকে নিয়ে ধূমপান বিরোধী পিপলস ফেডারেশন গঠন, ধূমপান বিরোধী মিউজিকাল কনসর্ট, সিটি কর্পোরেশনকে ধূমপান মুক্ত করার জন্য গাইড লাইন তৈরি, সেখানে ধূমপানবিরোধী সাইনেজ লাগানো, ২০০৫ এর তামাক আইন কার্যকর করার লক্ষ্যে মোবাইলকোর্ট গঠনে সহায়তা ইত্যাদি। এছাড়া দেশের সকল রেজোর্টী ধূমপান যুক্ত করার জন্য রেজোর্টী মালিক সমিতির সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম কর্মশালা, প্রেস ট্রিফিং, সাইনেজ লাগানো, গাইড লাইন তৈরিসহ বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

আমিক

৩য় বর্ষ ■ ৪৮ সংখ্যা ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১২

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ

এ.কে. এম. আনিসুজ্জামান, শেখর ব্যানার্জি, মাহিফিদা দীনা রুবাইয়া,
জাহিদ ইকবাল, সাইফুল আলম কাজল, নূর শাহানা

পরিমার্জন ও গ্রন্থনা
লুৎফুন নাহার তিথি

গ্রাফিক্স ডিজাইন
সেকান্দার আলী খান

১ম পৃষ্ঠার পর বিশ্ব এইডস দিবস-২০১২ উদ্যাপন...

আমিক মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর সেন্টারেও বিশ্ব এইডস দিবস-২০১২ উদ্যাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এ্যাডজুটেট এয়ার অফিসার অবং জনাব মোঃ রেজাউল হক এবং বিশিষ্ট সমাজ সেবক এবং ব্যবসায়ী মোঃ সামসুল আলম।

কারাগারে এইচআইভি প্রতিরোধে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ

সমাজিক সচেতনতার পাশাপাশি আমাদের দেশের কারাগার গুলোতেও এইচআইভি এইডস ও মাদক প্রতিরোধ নিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জিরো অপবাদ, জিরো বৈষম্য, জিরো এইচআইভির কারণে মৃত্যু এই প্লাগানকে সামনে রেখে আমাদের সমাজে এইচআইভি ও এইডস এর প্রতিরোধ কার্যক্রম চলছে। ইউনাইটেড ন্যাশনস অফিস অন ড্রাগ এন্ড ক্রাইম (ইউএসওডিসি) রোজা- এইচ-৭১, প্রকল্পের সহযোগিতায় ঢাকা আহচানিয়া মিশন বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে এইচআইভি এইডস, মাদক প্রতিরোধ ও অন্যান্য সেবা প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১ম ও ২য় বর্ষের কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পূর্ণ করে ৩য় বর্ষের কার্যক্রম বাংলাদেশের ডিটি কারাগারে শুরু করেছে।

প্রকল্পের এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকা আহচানিয়া মিশনের উদ্যোগে গত ২৬ ডিসেম্বর যশোর শহরে অবস্থিত হাসান ইটারন্যাশনাল হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় “সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে কারাগারে এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ”-এই প্লাগানের আলোকে সারাদিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে এইচআইভি প্রতিরোধ নিয়ে যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে, বাংলাদেশের সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ এর মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়ন করা।

উক্ত কর্মশালায় যশোর জেলার মোট ২৫টি এনজিও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাটিতে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আজাদুল কবির আরজু, নির্বাহী পরিচালক, জাগরনী চৰক, যশোর। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মারফুল ইসলাম, মাননীয় মেয়র, যশোর পৌরসভা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি জেলার, যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার, যশোর।

আমিক- ওডিআইসি সার্ভিস ব্রিফিং মিটিং উইথ কমিউনিটি লিডার্স

গত ২১ অক্টোবর ২০১২ রাবিবার ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিক ওডিআইসি-তে “সার্ভিস ব্রিফিং মিটিং উইথ কমিউনিটি লিডার্স” নামক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল ওডিআইসি কার্যক্রম সম্পর্কে সবাইকে অবগত করা এবং সবার সহযোগিতা কামনা করা। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্টেট ইউনিভার্সিটির পাবলিক হেল্পথ অনুষ্ঠানের সহকারী অধ্যাপক, ড. এম. এইচ. ফারুকি। আরও উপস্থিত ছিলেন চানখারপুর মধুমিতা সেন্টারের প্রকল্প

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

★ মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন
সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...★
www.amic.org.bd

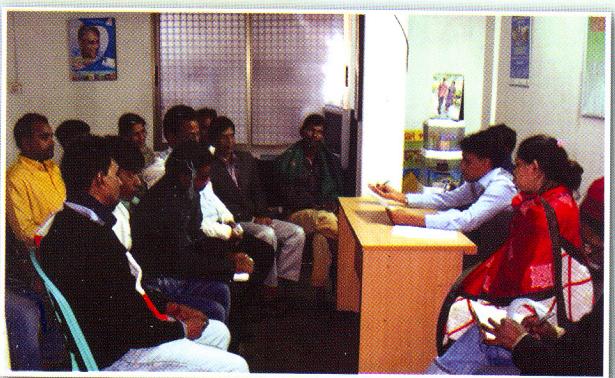


ব্যবস্থাপক জনাব শেখের ব্যানার্জী, সেন্টার ম্যানেজার জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, আমিক এর প্রোগ্রাম অফিসার জনাব জাহিদ ইকবাল, ওডিআইসি এর কাউন্সিলর তুবা মুসারাত আনসুরী, আউট রিচ ওয়ার্কার রাকেশ ভৌমিক এবং মেহেদী হাসান শুভ। এ ছাড়াও উক্ত সভায় বিভিন্ন এনজিও সংগঠন, ঈমাম এবং এলাকার মোট ১০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কমিউনিটি ফেসিলিটেশন কমিটি (সিএফসি) মিটিং অনুষ্ঠিত

গত ১৭ নভেম্বর ২০১২ আমিক মধুমিতা প্রকল্পের চানখারপুল সেন্টারে “সিএফসি” মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল মধুমিতা প্রকল্পের সকল ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার সহায়ক পরিবেশ তৈরি ও একজন ব্যক্তি যাতে সকল ধরনের সেবায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সভায় সভাপতিত্ব করেন, আমিক মধুমিতা প্রকল্পের সিএফসি কমিটির সভাপতি হাজী মোঃ শহিদ মিয়া। আরও উপস্থিত ছিলেন চানখারপুল সেন্টারের সেন্টার ম্যানেজার মোঃ মোশাররফ হোসেন, কাউন্সিলর মোঃ আমির হোসেন ও কমিউনিটি কাউন্সিলর মীর শাহিন শাহ। সভায় উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রতিনিধি, পুলিশ, শিক্ষক, ঈমাম এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

কারেন্ট ড্রাগ ইউজার নেটওর্কারের সাথে মধুমিতা প্রজেক্টের ওরিয়েন্টেশন



গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১২ কারেন্ট ড্রাগ ইউজার নেটওর্কারের (প্রচেষ্টা) সাথে মধুমিতা প্রজেক্টের অংগতি নিয়ে মিটিং এবং ওরিয়েন্টেশন করা হয়। উক্ত ওরিয়েন্টেশন ও মিটিং-এ প্রচেষ্টার সভাপতি দীন মোহাম্মদসহ মোট ১৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই মধুমিতা প্রকল্পের সেন্টার ম্যানেজার জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন কারেন্ট ড্রাগ ইউজার নেটওর্কারের (প্রচেষ্টা)

সাথে মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম ও অংগতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন গত ফেব্রুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত Flying Squad-এর মাধ্যমে ২৪ জন ক্লায়েন্টের বিভিন্ন ধরনের Crises Manage করা হয়, গত তিন মাসে ১২ জনের মাদক নিরাময়ের চিকিৎসার (Detoxification & Rehabilitation) জন্য Schedule প্রদান করা হয়, তার মধ্য থেকে মাত্র ০৫ জন চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন। তিনি আরো বলেন, Schedule অনুযায়ী ক্লায়েন্ট না পাঠালে উক্ত সময়ের টার্গেট অর্জন করতে সমস্যা হয়। প্রচেষ্টার সভাপতি দীন মোহাম্মদ ও সদস্যগণ পরবর্তীতে এধরনের সমস্যা সমাধান আরো যত্নশীল হবেন বলে জানান।

গণমাধ্যম কর্মীর সাথে মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে মত বিনিময় সভা



গণমাধ্যম কর্মীর সাথে মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় গণমাধ্যম কর্মী এবং স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই মধুমিতা প্রকল্পের সেন্টার ম্যানেজার জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন কার্যক্রমের ভূমিকা ও অংগতি নিয়ে আলোচনা করেন নিউ নেশন পত্রিকার সাংবাদিক জনাব মঈনুল্লোহ আহমেদ বলেন-“মাদক সেবিদের মাদক গ্রহণ থেকে ফেরত আনতে হবে, যার জন্য দরকার গঠসচেতনতা।”

উপস্থিত সকলে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

অনুষ্ঠিত রিকভারিদের আত্মসহায়ক দল “শাপলা” এর এনএ শেয়ারিং মিটিং



গত ০৯ নভেম্বর ২০১২ ঢাকা আহচানিয়া মিশন, আমিক-মধুমিতা প্রকল্প এর চানখারপুল সেন্টারের আয়োজনে লক্ষ্মীবাজার সেন্ট্রোগোরী স্কুলে
বাকী অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন...

রিকভারিদের আত্মসহায়ক দল “শাপলা” এর এনএ শেয়ারিং মিটিং আয়োজন করা হয়। উক্ত এনএ শেয়ারিং মিটিং এ রিকভারিস তাদের সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শেয়ারিং মিটিং এ রিকভারিস নিজেদের অধিকার ও ভবিষ্যৎ জীবনের করণীয় দিক নিয়েও আলোচনা করেন। তাছাড়াও উক্ত শেয়ারিং মিটিং থেকে মাদক মুক্ত জীবন ধরে রাখার জন্য প্রতি সপ্তাহে একদিন এনএ শেয়ারিং মিটিং করার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

মধুমিতা ময়মনসিংহ সেন্টার লিগ্যাল সার্পেট গ্রুপের সাথে আইনী সহযোগিতার জন্য মতবিনিময় সভা



ঢাকা আহছানিয়া মিশন, আমিক-“মধুমিতা” প্রকল্পের আয়োজনে ময়মনসিংহ লিগ্যাল সার্পেট গ্রুপের সাথে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এ ইচ্চ এম হাবীব, কোর্টিনেটের। ব্লাষ্ট ময়মনসিংহ, সভায় ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ও আমিক-“মধুমিতা” প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ গোলাম রসুল সেন্টার, ম্যনেজার “মধুমিতা” প্রকল্প। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এ্যাড. শাহ নূরুল আলম এ, পি,পি ময়মনসিংহ জজকোর্ট ও এ্যডভোকেট জনাব গৌতম পাল, ময়মনসিংহ জজকোর্ট। সভায় আইনজীবি, এনজিও, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় আগত অতিথিরা আমিক-“মধুমিতা” প্রকল্পের কাজের প্রশংসন পাশাপাশি স্ব-স্ব অবস্থান থেকে লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে আইনী সহযোগীতা করার আশ্বাস দেন।

ফ্যামিলি সার্পেট গ্রুপ মিটিং



ঢাকা আহছানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ সুস্থি সিরিজে দ্বারা নেশা গ্রহণকারীদের মাদকাসক্তির চিকিৎসার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। এই নেশা গ্রহণকারীদের সেবাকে আরও

কার্যকরী করতে এবং চিকিৎসাপ্রাণ মাদকাসক্তি পরিবারের সদস্যদের একে অপরের সহযোগিতার নিমিত্তে ফ্যামিলি সার্পেট গ্রুপ গঠন করা হয়। এজন্য পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত সভার আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর ফলে মাদকাসক্তি ব্যক্তিরা সুস্থিতা ধরে রাখতে নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিয় করে থাকে। গত ২০ অক্টোবর ২০১২ ঢাকা আহছানিয়া মিশনের আমিক ময়মনসিংহ মধুমিতা প্রকল্পের কৃষ্ণপুর, ময়মনসিংহ রিকোভারী ফ্লাইড জুয়েল-এর বাসায় ফ্যামিলি সার্পেট গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপত্তি করেন জনাব সাহিদা বেগম এছাড়া সভানেট্রিসহ অন্যদের মধ্যে ১৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় পরিচালকের ভূমিকায় ছিলেন জনাব, আব্দুল মাল্লান কমিউনিটি কাউন্সেলরও কাউন্সেলর জনাবা সাহারা খাতুন, ঢাকা আহছানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা প্রকল্প ময়মনসিংহ।

আহছানিয়া মিশন ইউ কে প্রতিনিধি গাজীপুর ও যশোর কেন্দ্র পরিদর্শন



গত ১২ ডিসেম্বর ২০১২ ঢাকা আহছানিয়া মিশনের ইউ কে অফিস প্রতিনিধি মিঃ ডেভিড এবং জিনা ফেয়ার আমিক পরিচালিত আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ফেয়ার দম্পত্তি আমিকের চিকিৎসা কেন্দ্রের কার্যক্রমসহ রোগীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিনিধিগণ রোগীদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি শোনেন। এ সময় কেন্দ্রে চিকিৎসার রোগীরা গীটার, তবলা ও বাঁশী বাজিয়ে সংগীত পরিবেশন করে অতিথীদের মুক্ত করে।

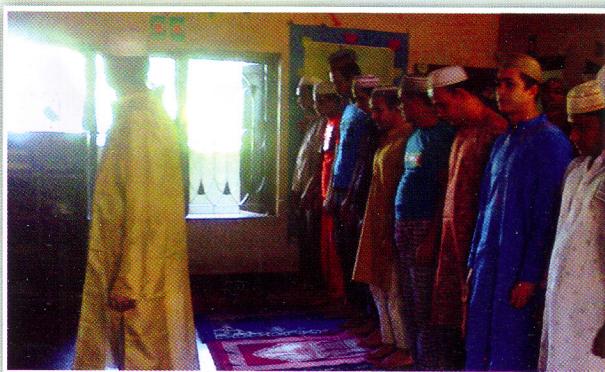
গত ৮ ডিসেম্বর ২০১২ আহছানিয়া মিশন-এর ইউকে প্রতিনিধি ডেভিড ও জিনা ফেয়ার ঢাকা আহছানিয়া মিশন-এর আমিক পরিচালিত মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর সেন্টার পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে ঢাকা আহছানিয়া মিশন আর্টজাতীক বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব আব্দুল হাই সফর সঙ্গি হিসেবে ছিলেন।

যশোর কেন্দ্রে সৈদ-উল আয়া উৎযাপন

গত ২৭ অক্টোবর ২০১২ ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পূর্ণবাসন কেন্দ্র যশোরে উৎযাপিত হয় সৈদ-উল আয়া-২০১২। সম্পূর্ণ ধর্মীয় ভাব গান্ধীর্মের মধ্য দিয়ে সৈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় আতর গোলাপের সুগন্ধে সুভাসিত হয়ে উঠে কেন্দ্রের চার পাশ। সৈদের মিলন মেলায় মুখ্যরিত ছিল সকল ফ্লায়েন্ট ও ষাফ্টগণ। এ উপলক্ষে কেন্দ্রে সকল ফ্লায়েন্টদের মাঝে পরিবেশন করা হয় বিশেষ খাবার। সৈদ উৎসব আয়োজনে আরও ছিল দেয়ালিকা, সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় এবং প্রীতি দাবা ও লুড় ম্যাচ। এই আনন্দ উৎসব সৈদের হিতীয় দিন পর্যন্ত বিরাজ করে।

বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন...



সৈদের আনন্দ এতটা মধুর হতে পারে সেই অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে সেন্টার ম্যানেজার দায়িত্বৰত স্টাফদের প্রসংসা ও সকল চিকিৎসারত ক্লায়েন্টদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করেন।

দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ



গত ২১ অক্টোবৰ ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা প্রকল্প ময়মনসিংহ ডে-কেয়ার দেয়াল পত্রিকা লিখন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ জন সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ারিং, ছড়া, কবিতা, কৌতুক লিখনের মাধ্যমে দেয়াল পত্রিকাটি প্রস্তুত করা হয়। এরপর দেয়াল পত্রিকা সবার সামনের উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

একই উদ্দেশ্য চানখারপুল সেন্টারে গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ ঢাকা আহচানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা প্রজেক্টের ইন-হাউজ দেয়াল পত্রিকা (ত্রেমাসিক) লিখন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্লায়েন্টদের প্রতিভা খুঁজে বের করা এবং উক্ত প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতিভা বিকাশের ভাবিষ্যতেও তারা এ ধরনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আমিক হোপ ক্লাবের শীত বন্ধ বিতরণ



গত ২২ ডিসেম্বর ঢাকা আহচানিয়া মিশনের গাজীপুরে অবস্থিত মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্ৰের রিকতারীদের সংগঠন 'হোপ ক্লাব'-এর উদ্যোগে শীতাত দৱিদ্ৰ মানুষের মাঝে শীত বন্ধ বিতরণ করা হয়। রাজধানীর

কমলাপুর, কাওরানবাজার, ও ফার্মগেট এলাকার দৱিদ্ৰ মানুষের মাঝে এই শীত বন্ধ বিতরণ কৰেন।

উক্ত শীত বন্ধ বিতরণ কৰ্মসূচিতে হোপ ক্লাবের সদস্যদের সাথে আমিকের প্ৰোগ্ৰাম অফিসার জাহিদ ইকবাল এবং সহকাৰী হিসাব কৰ্মকৰ্তা রাসেল বালী উপস্থিত ছিলেন।

তামাকজনিত কারণে প্ৰতিবছৰ ১২ লক্ষ লোক মৃত্যু ঝুঁকিতে পতিত হচ্ছে



ঢাকা আহচানিয়া মিশনের উদ্যোগে ৯ অক্টোবৰ ২০১২ রাজধানীৰ খিলগাঁওয়ের স্থানীয় সংসদ সদস্যেৰ কাৰ্যালয়ে পাবলিক প্ৰেস ও পৰিবহনে তামাক নিয়ন্ত্ৰণ আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় ঢাকা আহচানিয়া মিশনেৰ প্ৰেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমেৰ সভাপতিত্বে প্ৰধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-৯ আসনেৰ সংসদ সদস্য সাবেৰ হোসেন চৌধুৱী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খিলগাঁও থানা আওয়ামীলীগেৰ সভাপতি আলমগীৰ চৌধুৱী, সাধাৱণ সম্পাদক লায়ন শৰীক আলী খান, সুবজবাগ থানা আওয়ামীলীগেৰ সাধাৱণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন বাহাৰ এবং ক্যাম্পেইন ফৰ টেব্যাকো ফ্ৰি কিড্স-এৰ মিডিয়া এভ এ্যাডভোকেসি কো-অর্ডিনেটৰ তাইফুৰ রহমান।

অনুষ্ঠানে প্ৰধান অতিথি সাবেৰ হোসেন চৌধুৱী বলেন, ধূমপান বিষয়ে সচেতনতাৰ জন্য খিলগাঁও এলাকায় পিপলস ফোৱাম গঠন কৰা যেতে পাৰে। ক্ষুল, কলেজসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধূমপান বিৰোধী প্ৰচাৱণা চালানো দৰকাৰ।

ৱেষ্টোৱাসমূহকে পাবলিক প্ৰেস সংজ্ঞা হতে বাদ না দেয়াৰ দাবীতে সংবাদ সম্মেলন



২১ অক্টোবৰ ২০১২ রাজধানীৰ মিশন ভবন কক্ষে ৱেষ্টোৱা মালিক সমিতিৰ উদ্যোগে এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশনেৰ

বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন...

সহযোগিতায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা রেন্টেরাঁসমূহকে পাবলিক প্লেসের সংজ্ঞা হতে বাদ না দেয়ার জোরালো দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেন্টেরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব মোঃ রেজাউল করিম সরকার রবিন, প্রাচার সম্মাদক আব্দুল খালেক এবং কোষাধ্যক্ষ তোফিকুল ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য তুলে ধরেন বাংলাদেশ রেন্টেরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি কর্ম উদ্দীন আহমেদ।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকার রেন্টেরাঁসমূহ ধূমপানমুক্ত



বাংলাদেশ রেন্টেরাঁ মালিক সমিতি গত ৬ ডিসেম্বর' ১২ ময়মনসিংহের সকল রেন্টেরাঁ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ রেন্টেরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি কর্মপ্রতিষ্ঠান আহমেদ খোকন রেন্টেরাঁসমূহ ধূমপানমুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক কর্মশালায় এই ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহচানিয়া মিশন ও বাংলাদেশ রেন্টেরাঁ মালিক সমিতি রেন্টেরাঁসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্রের উন্নতি কল্পে এক সাথে কাজ করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেন্টেরাঁ মালিক সমিতি রেন্টেরাঁসমূহ ধূমপানমুক্ত করার লক্ষ্যে ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা তৈরি করেছে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্দেয়গ গ্রহণ করেছে। এর আলোকে ঢাকা আহচানিয়া মিশন ও বাংলাদেশ রেন্টেরাঁ মালিক সমিতি গত ৫-৬ ডিসেম্বর' ২০ ময়মনসিংহে রেন্টেরাঁসমূহ ধূমপানমুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক এই কর্মশালার আয়োজন করে।

নগর ভবনস্থ রেন্টেরাঁ এবং ভবনের অন্যত্র সিগারেট বিক্রি বন্ধের আহ্বান



নগর ভবনস্থ (ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন) রেন্টেরাঁ এবং ভবনের অন্যত্র সিগারেট বিক্রি বন্ধ করা গেলে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের

মধ্যে সিগারেট খাওয়ার প্রবণতা অনেকাংশে কমে যাবে। এর ফলে ভবন কে সম্পূর্ণভাবে ধূমপানমুক্ত রাখা সম্ভব হবে বলে মনে করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৪ এর সহকারী প্রকৌশলী। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশনের যৌথ আয়োজনে গত ১৭ অক্টোবর ২০১২ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক এক ওরিয়েন্টেশন সভায় তিনি একথা বলেন। এ বিষয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরো বলেন, নিজের কর্মক্ষেত্র ধূমপানমুক্ত করার জন্য অঞ্চল- ৪ এর আঞ্চলিক প্রধান একটি চিঠির মাধ্যমে সবাইকে অবগত করতে পারেন। অঞ্চল-৪ এর ৭৭ জন বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারির উপস্থিতিতে নগরভবনস্থ মিলনায়তনে আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন সভায় সভাপতিত্ব করেন খালিদ পারভেজ খান, উপসচিব ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্চল-৪। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেদী হাসান, নির্বাহী পরিচালক, লাইফ সেন্টার এবং ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সময়স্থান সভাপতি এ কে এম আনিঝুজামান।

ডিএনসিসি অঞ্চল-১ এর বিভাগীয় প্রধানগণ কর্মসূল ধূমপানমুক্ত রাখার অঙ্গীকার করলেন



ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল -১ এর প্রকৌশল (বিদ্যুৎ), কর, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্ন, প্রশাসনিক ও সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রধানগণ তাদের নিজ নিজ কর্মসূল ধূমপানমুক্ত রাখার অঙ্গীকার করলেন। গত ১০ অক্টোবর ২০১২ তারিখে ঢাকা আহচানিয়া মিশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-১ এর যৌথ উদ্দেয়গে অনুষ্ঠিত তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন মিটিং এ বিভাগীয় প্রধানগণ এই ঘোষণা দেন। তারা নিজ নিজ বিভাগ ধূমপানমুক্ত রাখার মাধ্যমে সম্পূর্ণ আঞ্চলিক কার্যালয় শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য সক্রিয় সহযোগিতা করবেন বলে জানান।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নুরজামান শরফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহচানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার জাহিদ ইকবাল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-১ এর সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ আজিজুল্লেহ এবং বেসরকারি সংস্থা প্রজ্ঞার চেয়ারম্যান সৈয়দ বদরুল করিম। এসময় ঢাকা আহচানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মাহফিদা দিনা কুবাইয়া ও প্রজ্ঞার চেয়ারম্যান সৈয়দ বদরুল করিম “ধূমপানমুক্ত এলাকা” লেখা সাইনেজ আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার হাতে তুলে দেন।

পাবলিক প্লেস এ ধূমপানের অপরাধে ৫ জনকে ভাম্যমান আদালত- এর শাস্তি

বাংলাদেশে ৬৩% মানুষ কোনো না কোনোভাবে পরোক্ষ ধূমপায়ীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের কর্মক্ষেত্র অথবা পাবলিক প্লেস এ। ধূমপানের

বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন...



ক্ষতিকর দিক হতে জনগণকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) এর উপর একটি আইন চালু করে। এই আইনকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন তালুকদার সদরঘাট এলাকার বিভিন্ন জায়গায় গত ২৩শে অক্টোবর ২০১২ ভার্ম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। উক্ত ভার্ম্যমান আদালতের আওতায় ২০০৫ সালের বাস্তবায়ীত তামাক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এ ৫ জন ব্যক্তিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করে ৫০ টাকা জরিমানা করা হয় পাশাপাশি তাদেরকে ভবিষ্যতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য না করার জন্য সতর্ক থাকতে বলা হয়।

রবীন্দ্র সরোবরে বাউলের সুরে তামাক বিরোধী প্রচারণা



“ধূমপানমুক্ত পরিবেশ সুস্থ জীবন সমৃদ্ধ দেশ” এই প্রতিপাদ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও সত্যেন সেন শিল্পী গোষ্ঠীর মৌখ উদ্যোগে গত ১৩ অক্টোবর ২০১২ ধানমন্ডি রবীন্দ্র সরোবর মুক্ত মধ্যে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় সত্যেন সেন শিল্পী গোষ্ঠীসহ-সভাপতি ডাঃ নিগার চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ, ন্যাশনাল ইন্সটিউশন অফ ক্যাপ্সার রিসার্চ এবং হসপিটাল এর সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ হাবিবুল্লাহ তালুকদার, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী একেএম আনিসুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে অতিথিগণ তামাক ও ধূমপানের ব্যবহার দিক ও তামাক নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, যেকোনো বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে গান, নাটকসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে খুব সহজেই মানুষের মনে প্রভাব ফেলে। একই লক্ষ্যে রাজধানীর কারওয়ান বাজার, তেজগাঁও ও ফার্মগেট এলাকায় ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি এবং ধূমপান নিয়ন্ত্রণ

আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে প্রচারণা চালানো হয়। ভার্ম্যমান বাউল শিল্পী দল গান গেয়ে দিনব্যাপী এই প্রচারণা চালায়।



ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আমিক-এর উদ্যোগে বাউল শিল্পীদের ভার্ম্যমান এই প্রচারাভিযানের আয়োজন উদ্বোধন করেন ঢাকা-১১ আসনের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান খান (কামাল)। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাগরিক ফোরামের সদস্য জহিরুল হক জিল্লুর এবং ক্যাম্পেইন ফর টোবাক্যাকে ফ্রি কিডস-এর মিডিয়া এন্ড এ্যাডভেকেসি কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রজেক্ট কোর্ডিনেটর একেএম আনিসুজ্জামান।

পিপল্স ফোরামের উদ্যোগে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ বিতরণ

ঢাকা- ১১ ধূমপান বিরোধী পিপল্স ফোরামের উদ্যোগে গত ২৯ ডিসেম্বর করওরান বাজার, ফার্মগেট ও তেজগাঁও রেলস্টেশন এলাকায় প্রায় ৩০টি রেন্টেরোয়ায় “ধূমপান মুক্ত এলাকা” লেখা সম্বলিত সাইনেজ ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি বিষয়ক স্টিকার বিতরণ করা। এছাড়াও পিপল্স ফোরামের সক্রিয় সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক আয়োজিত পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি বিষয়ক ভার্ম্যমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনানুসারে পাবলিক প্লেস ধূমপানমুক্ত রাখতে এবং সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ঢাকা শহরের বিভিন্ন সংসদীয় এলাকায় সংশ্লিষ্ট সংসদদের প্রধান করে ধূমপান বিরোধী পিপলস ফোরাম গঠন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকা-৫, ৯, এবং ১১ সংসদীয় এলাকায় ফোরাম গঠন করা হয়েছে।

ভারতে অনুষ্ঠিত “মাদকাসক্তি চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা প্রক্ষেপনালস ফর বাংলাদেশ” প্রশিক্ষণে আমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

ভারতের রাজধানী দিল্লীর গাজীয়াবাদ শহরে গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ‘অল ইন্ডিয়া ইনসিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স’ নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল ড্রাগ ডিপেন্ডেন্স ট্রিটমেন্ট সেন্টার আয়োজিত এক প্রশিক্ষণে আমিক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে আমিক মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র গাজীপুরের সেন্টার ম্যানেজার মীর সাইফুল আলম অংশগ্রহণ করেন।

বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

প্রশিক্ষণ কোর্সটি ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মৌখিক ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হয়। এন ডি টি সির প্রধান, অধ্যাপক রজত রায়ের তত্ত্বাবধায়নে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সে কো-অর্ডিনেটের ছিলেন অধ্যাপক রাকেশ লাল। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদণ্ডের বাংলাদেশের ১২ জন প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীরা সেখানে ২টি কমিউনিটি চিকিৎসা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

ভারতে অনুষ্ঠিত থার্টিস রিজিউনাল ট্রেইনিং অফ ইউমেন কাউন্সিল অন ট্রিটমেন্ট এন্ড রিহেবিলিটেশন” শীর্ষক প্রশিক্ষণে আমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ



গত ৮ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর ইতিয়ার চেন্নাইতে “থার্টিস রিজিউনাল ট্রেইনিং অফ ইউমেন কাউন্সিলস অন ট্রিটমেন্ট এন্ড রিহেবিলিটেশন” শীর্ষক একটি ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা আহচানিয়া মিশনের আমিক-ওডিআইসি-র-কাউন্সিল তুবা মুসারাত আনসারী উক্ত ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও এই ট্রেনিংয়ে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন সহ ৮টি দেশের ২১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অসএইড (AUSAID) এবং কলম্বোপ্যানের সহযোগিতায় ট্রেনিংটি আয়োজন করেন ‘দ্যা কলম্বোপ্যান ড্রাগ এডভাইজারি প্রোগ্রাম’ (CPDAP) এবং টিটি রাঙ্গানাথান ক্লিনিকাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন, চেন্নাই। ট্রেনিংটি পরিচালনা করেন টিটিকে হাসপাতালের সেক্রেটারি ড. শান্তি রাঙ্গানাথান, কনসালটেন্ট ড.ভি. থিরুমাগাল এবং কাউন্সিল এবং ট্রেনিং কোডিনেটর অদিতি ঘানেরার।

ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন এ্যালায়েন্স (এফসিএ)-এর বোর্ড অব ডাইরেক্টস নির্বাচিত

জেনেভা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ নেটওয়ার্ক-ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন এ্যালায়েন্স (এফসিএ)-এর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া (সিয়ারো) অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ বোর্ড অব ডাইরেক্টস এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এফসিএ

বিশ্বের ১০০টি দেশের ৩৫০ টি বেসরকারি সংস্থার আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক, এই নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও নীতিনির্ধারণের জন্য ৯ সদস্যের বোর্ড অব ডাইরেক্টস আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত প্রতিটি অঞ্চল থেকে একজন সদস্য সংস্থাগুলোর সরাসরি ভোটে বোর্ড অব ডাইরেক্টস নির্বাচিত হয়। এফসিএ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে এফসিএ-র তিনজন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এফসিএ বিশ্বের প্রথম পাবলিক হেলথ ট্রিটি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) উন্নয়ন, রেস্ট্রিফিকেশন এবং বাস্তবায়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সদস্যভুক্ত দেশকে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম কনফারেন্স অব দ্যা পার্টি (কপ) এ আমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ



গত ১২ - ১৭ নভেম্বর ১২ দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের কোয়েঞ্চ সেন্টারে অনুষ্ঠিত পঞ্চম কনফারেন্স অব দ্যা পার্টি (কপ)-এ আমিক প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা আহচানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা আহচানিয়া মিশনের আমিক-ওডিআইসি-র-কাউন্সিল তুবা মুসারাত আনসারী উক্ত ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও এই ট্রেনিংয়ে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন সহ ৮টি দেশের ২১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অসএইড (AUSAID) এবং কলম্বোপ্যানের সহযোগিতায় ট্রেনিংটি আয়োজন করেন ‘দ্যা কলম্বোপ্যান ড্রাগ এডভাইজারি প্রোগ্রাম’ (CPDAP) এবং টিটি রাঙ্গানাথান ক্লিনিকাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন, চেন্নাই। ট্রেনিংটি পরিচালনা করেন টিটিকে হাসপাতালের সেক্রেটারি ড. শান্তি রাঙ্গানাথান, কনসালটেন্ট ড.ভি. থিরুমাগাল এবং কাউন্সিল এবং ট্রেনিং কোডিনেটর অদিতি ঘানেরার।

আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সাথে ঢাকা আহচানিয়া মিশন আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা আহচানিয়া মিশনের পক্ষে সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে বিহোড়িয়ার জেনারেল আবজালুর রহমান এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব নুরজামান এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রকল্পের পরিচালক জনাব আবু বকর ছিদ্দিক, এডিবি'র কনসালটেন্ট ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মিঃ ধিরাজ কুমার নাথ, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রতিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পাঁচ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পটি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গর্ভবতী মা ও শিশুরা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য সেবা পাবে।



আমিক, বাড়ি- ৩/ডি, সড়ক-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট কাঁটাবন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬ ই-মেইল: info@amic.org.bd, Web: www.amic.org.bd